একদিন প্রতিদিন

জন্য যে সব শিল্পী জীবন দান করেছেন তাদের প্রতি।
সামরিকজান্তার হাতে নিহত চিলির কবি পাবলো নেরুদা ও গিনি বিসাউর বিপ্লবী এমিলিকার কোবলার চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসো, ইংল্যান্ডের ডব্লিউ এইচ অডেন, কমরেড মুজাফফর আহমদ, সত্যেন বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, শিক্ষাবিদ ইদ্রিস আলীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের ষষ্ঠ দিনে কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন

ফিরে দেখা

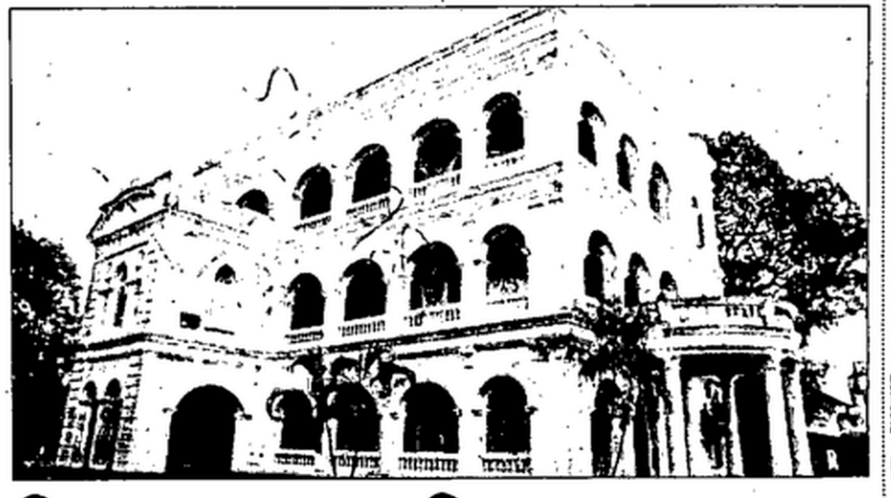

বাংলা একাডেমির প্রথম সাহিত্য সম্মেলন

১৯৭৪-এর ১৪ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে বাংলা একাডেমির উদ্যোগে আট দিনব্যাপী প্রথম জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ রকম আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রথম। প্রথম দিনের সম্মেলনের সূচনা সঙ্গীত ছিল 'ব্যর্থ প্রাণের আগুন জ্বালো' গানটি। আর সভাপতিত্ব করেন কবি হাসিম উদদীন। সূচনা বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্বের ৬টি দেশের ৫০ জনের মতো শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক অংশগ্রহণ করায় সম্মেলন আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার প্রায় পাঁচশত কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিদেশী লেখক শিল্পীরা হলেন– সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আনোয়ার আলিমঝানভ মি. গ্রীভব, মিসেস মারিয়া সালগানিক। ভারত থেকে এসেছিলেন– অন্নদাশঙ্কর রায়, রমা চৌধুরী, মনোজ বসু, মন্মথ রায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিনা সরকার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, দেব নারায়ণ গুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, নীলা রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সতিতাব্রত দত্ত, প্রবোধ কুমার ভৌমিক, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ সেন, সত্যনারায়ণ দাস, লতিকা ভৌমিক, বানীরায়, গীতা মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ ঘোষ, আশীষ স্যানাল, উষা বসু, শীতল চৌধুরী, তুষারকান্তি মহাপাত্র, সুমিতা সেন, মায়া সেন, সাধনা চৌধুরী, সুদেষ্ণা সেন, জয়ন্ত মণ্ডল ও সুচিস্মীতা মুখোপাধ্যায়। জার্মানি থেকে এসেছিলেন মি. হ্যাসো গ্রাবনার ও মিসেস গ্রাবনার হাঙ্গেরীর মি. লাসলোকেরি। মঙ্গোলিয়ার পি হাসবাতার এসেছিলেন সম্মেলনের আমন্ত্রণে।

সকাল দশটা থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত তিনটি আলাদা আলাদা প্যান্ডেলে সেমিনার অনুষ্ঠিত হতো। মূল প্যান্ডেলে বিকাল তিনটা থেকে রাত বারটা পর্যন্ত চলতো প্রথমে আলোচনা সভা পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শকের উপস্থিতিতে একাডেমীর উঠোনে ফুটত জনসমুদ্রের ঢেউ। আব্দুল আলিম, ফেরদৌসী রহমান, আব্দুর রহমান, আবদুল লতিফ, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, সাবিনা ইয়াসমিন, সৈয়দ আব্দুল হাদি, নিনা হামিদ, কলিম শরাফী, সানজিদা খাতুন, ফিরোজা বেগমসহ বিশিষ্ট শিল্পীগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারতের থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'রাজরক্ত' ও 'চাক ভাঙা মধু'– শহীদ মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটক মঞ্চস্থ হয়। সেমিনারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো যেমন আকর্ষণীয় ছিল তেমনি প্রদর্শনীর আয়োজন ছিল মনোমুগ্ধকর। বাংলা একাডেমির সংগৃহীত শিল্প প্রদর্শনী এবং বাংলা একাডেমির সহযোগিতায় মোহাম্মদ সাইদুর রহমানের একক লোকশিল্প সংগ্রহ প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।

ড. নওয়াজেশ আহমেদের আলোকচিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বিভাগের অধ্যক্ষ ড. আবু আহাম্মেদ হাবিবুল্লাহ। মুরাল চিত্রকলা নিদর্শনগুলো মূলমঞ্চে রাখা হয়। মুরালগুলোর উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ড. মতিন চৌধুরী। এছাড়াও ছিল বাংলা একাডেমি প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর প্রদর্শনী। সাহিত্য সম্মেলনে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল– ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় দেশে দেশে নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত জনগণের মুক্তির প্রধান অতিথি। ২১ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বিকাল তিনটায় সমাপ্তি অনুষ্ঠানের ঘোষণায় ছিল– 'আমরা সাহিত্য, সুকুমার শিল্প ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সব রকম সাম্প্রদায়িকতা, পশ্চাদমুখিতা, অবক্ষয়মুখিতা, ভাববিলাসিতা, পলায়নপরতা ও জীবন বিমুখতার একান্ত বিরোধী। বাংলাদেশের সুস্থ ও সুষ্ঠ সংস্কৃতি ও সাহিত্য শিল্পের বিকাশের ধারাকে সমুন্নত রাখার জন্য ও অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে মনে করি বাংলাদেশের প্রবাহমান ঐতিহ্যের ভিত্তিকে এবং মানবতাবাদী বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে আমাদের ঐতিহ্যের ধারার পরিপুষ্টি সাধন ও বর্তমানে নতুন সমাজ ও জীবন গড়ার যে সংগ্রাম চলছে তার আত্মিক কারিগর হিসাবে আমাদের দেশের শিল্পী-সাহিত্যিককে সচেতন সৃজনশীল দায়ীত্ব পালন করতে হবে। যেন এই নতুন সমাজ ও সংগ্রামের পতাকাবাহী মেহনতি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের প্রতিফলন ও জীবনবোধে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়।

❑ শাকিল মামুদ

FEB 14 2002